106

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেতন বৈষম্যের নিরসন প্রসঙ্গে

দেশের বেসরকারি কলেজসমূহে নিয়োজিত প্রভাষকবৃন্দ ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পাশাপাশি আরও ২টি শ্রেণী কর্মরত আছে। তারা হলেন ঃ (১) ক্লারিক্যাল কাজে নিয়োজিত স্নাতক পাস ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং (২) ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনার জন্য স্নাতক পাস প্রদর্শক বা ডেমোনেসট্রেটর। শ্রম ও কাজের পরিধি, পদমর্যাদা, ঝুঁকি ও ন্যস্ত দায়-দায়িত্বের তুলনামূলক বিচারে উভয় শ্রেণীর মধ্যকার বিদ্যমান বিরাট বেতন বৈষম্যের আশু সমাধান প্রত্যাশায় এখানে তাদের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো ঃ

(১) প্রথম ও ২য় গ্রুপ শিক্ষাগত যোগ্যতায় স্নাতক অথচ প্রথম শ্রেণীটি ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী এবং ২য় গ্রুপটি শিক্ষক পদবাচ্য ও ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে বিবেচিত।

(২) প্রথম শ্রেণীটি প্রতি কর্মদিবসে ৬/৭ ঘন্টা বিরামহীনভাবে কর্মরত থাকে, এমনকি অফিসিয়াল প্রয়োজনে বন্ধের দিনগুলোতেও অফিস ওয়ার্ক করে। অপরপক্ষে প্রদর্শকবৃন্দ বছরে ৩০ থেকে ৫০টি ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

(৩) কলেজের ক্লারিক্যাল কাজে নিয়োজিত প্রথম শ্রেণীটি অফিসিয়াল সকল প্রকার কাজের দায়িত্ব বহন করে। তাছাড়া শত শত শিক্ষার্থী, কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীর বিভিন্ন প্রকার কাজের ঝামেলা পোহানোসহ অধ্যক্ষ ও জি, বি-এর নিকট তারা দায়বদ্ধ থাকে। তদুপরি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার তাড়া, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাসহ অধ্যাপকবৃন্দ ও অধ্যক্ষের ধমকানি তো তাদের নিত্য সঙ্গী। অপরপক্ষে প্রদর্শকবৃন্দ উক্ত ঝুট ঝামেলা মুক্ত থাকে সীমাহীন অবসর ভোগ করে ও সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে ৩০ থেকে ৫০টি ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা করে তাও আবার শিক্ষার্থীদের সদয় উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সমতা ও বর্ণিত বাস্তবতার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও জাতীয় বেতন স্কেল ৯৮-তে উভয় গ্রুপের বেতন স্কেল নির্ধারণে বিস্তর এক ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে। বছরে প্রায় প্রতিদিনই অবিরাম শ্রমদানকারী ক্লারিক্যাল শ্রেণীটির জন্য বেতন নির্ধারিত হয়েছে ১৮৭৫ আর বছরে ৩০ থেকে ৫০টি ৯০ মিনিটের ক্লাস পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রেণীটির বেতন স্কেল ধার্য হয়েছে ৩৪০০ টাকায়। বিষয়টি বোধ করি প্রশ্নবোধক ও পুনর্বিবেচনার দাবিদার। কলেজের মতো একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান কাজের সুষ্ঠুতা বস্তুত ক্লারিকাল কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের শিক্ষা, মেধা, মননশীলতা এবং সর্বোপরি আর্থিক অনটনমুক্ত মানসিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। কেননা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স তথা মানসিক অসুস্থতা নিয়ে আর যা-ই-হোক সুষ্ঠুভাবে ফাইল ওয়ার্ক বোধ করি আদৌ সম্ভব নয়। প্রদর্শক বন্ধুদের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা বিরাগ নয়- এখানে তাদের উল্লেখ করা হলো নেহায়েত তুলনামূলক আলোচনার জন্যে।

এমতাবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন- বেসরকারি কলেজে ক্লারিকাল কাজে নিয়োজিত স্নাতক পাস তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মক্লান্ত অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের মাসিক বেতন স্কেল ১৮৭৫ টাকার স্থলে কমপক্ষে ৩২০০ টাকায় নির্ধারণ করা হোক। গুরুত্বের বিচারে বিষয়টির দ্রুত সমাধান হওয়া নিতান্তই আবশ্যক।

অধ্যক্ষ এম. আবুর রাজ্জাক
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
বাঁকড়া বাজার (ঝিকরগাছা), যশোর